দারিদ্র্য দূরীকরণ ও সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি

সাধারণ জনসাধারণের জীবনমান উন্নয়ন তথা দারিদ্র্য নিরসনে সরকার সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম পরিচালনা করে। সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়ক জীবনচক্র পদ্ধতিকে ভিত্তি ধরে বাংলাদেশ সরকার এ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। দারিদ্র্য বিমোচনে এবং বৈষম্য হ্রাসকরণে জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলপত্র, ২০১৫ প্রণয়ন করা হয়। বাংলাদেশে বাস্তবায়িত সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিসমূহকে সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়ক জীবনচক্র পদ্ধতির ভিত্তিতে পাঁচটি শ্রেণিতে বিন্যস্ত করা হয়েছে। মূল শ্রেণিভিত্তিক কর্মসূচিসমূহ হলো: (ক) শিশুদের জন্য কর্মসূচি, (খ) কর্ম উপযোগী নাগরিকদের জন্য কর্মসূচি, (গ) বয়স্কদের জন্য পেনশন ব্যবস্থা, (ঘ) প্রতিবন্ধিদের জন্য কর্মসূচি এবং (ঙ) ক্ষুদ্র ও বিশেষ কর্মসূচি। জনগণের খাদ্য নিরাপত্তা, অতি দরিদ্র ও দুঃস্থদের জন্য বিনামূল্যে খাদ্য বিতরণ, কাজের বিনিময়ে খাদ্য ও টেস্ট রিলিফ ছাড়াও বেশ কিছু কার্যক্রম সরকার পরিচালনা করছে। এদের মধ্যে বয়স্ক ভাতা, দুঃস্থ মহিলা ভাতা, বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ভাতা, প্রতিবন্ধি ভাতা প্রদানের মাধ্যমে সরকার দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সামাজিক নিরাপত্তা বিধানে কাজ করছে।

দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে সরকারের নীতিগত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে অর্থ বিভাগ ধারাবাহিকভাবে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি খাতে বর্ধিত হারে বরাদ্দ প্রদান করে আসছে। এ খাতের কার্যক্রমসমূহের ভাতার হার ও উপকারভোগীর সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি করা হচ্ছে। ফলে প্রতি বছর বাজেটে এ বাবদ বরাদ্দের পরিমাণও বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে সামাজিক নিরাপত্তা খাতে বরাদ্দের পরিমাণ ছিল ৭৪,৩৬৭.০০ কোটি টাকা, যা চলতি ২০২০-২১ অর্থবছরে ২৮.৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৯৫,৫৭৪.০০ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে। এ বরাদ্দ মোট বাজেটের ১৬.৮৩ শতাংশ এবং জিডিপি'র ৩.০১ শতাংশ। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় নগদ অর্থ সহায়তা প্রদান বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ কিছু কর্মকাণ্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে উপস্থাপন করা হলোঃ

বয়স্ক ভাতা কর্মসূচিঃ

অবহেলিত বয়স্ক জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি কল্পে ১৯৯৮-৯৯ অর্থবছর থেকে সরকার বয়স্ক ভাতা কার্যক্রম চালু করে। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধিভুক্ত বয়স্ক ভাতা কর্মসূচির আওতায় ২০১৯-২০ অর্থবছরে ২,৬৪০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়। বর্তমান ২০২০-২১ অর্থবছরে বয়স্ক ভাতাভোগীর সংখ্যা ৫ লক্ষ বৃদ্ধি করে ৪৯ লক্ষ করা হয়েছে এবং এ খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি করে ২,৯৪০ কোটি টাকা করা হয়েছে। ১৯৯৮-৯৯ সালের বরাদ্দ হতে বর্তমান ২০২০-২১ অর্থবছরের বরাদ্দের গড় বৃদ্ধির হার ২০.৫১%। জনপ্রতি মাসিক ৫০০ টাকা করে এ ভাতা প্রদান করা হচ্ছে। বয়স্ক ভাতা কার্যক্রমের আওতায় বিভিন্ন অর্থবছরে ভাতার হার, উপকারভোগীর সংখ্যা এবং বরাদ্দের পরিমাণ নিম্নে তুলে ধরা হলো:

অর্থবছর	ভাতার হার (টাকায়)	উপকারভোগীর সংখ্যা (লক্ষ/ জনে)	বরাদ্দ (কোটি টাকায়)
১৯৯৮-৯৯	১০০/-	৪.০৪	৪৮.৫০
২০০১-০২	১০০/-	৪.১৭	৫০.০০
২০০৬-০৭	২০০/-	১৬.০০	৩৮৪.০০
২০০৯-১০	৩০০/-	২২.৫০	৮১০.০০
২০১৮-১৯	৫০০/-	৪০.০০	২৪০০.০০
২০১৯-২০	৫০০/-	৪৪.০০	২৬৪০.০০
২০২০-২১	৫০০/-	৪৯.০০	২৯৪০.০০

বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ভাতা কার্যক্রমঃ

চলতি অর্থবছরে মোট ২০.৫০ লক্ষ বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা দুঃস্থ মহিলাকে ভাতা প্রদান করা হচ্ছে। বিগত অর্থবছরে এ সংখ্যা ছিল ১৭ লক্ষ জন। এ খাতে বরাদ্দের পরিমাণও আগের অর্থবছরের তুলনায় ২১০ কোটি টাকা বৃদ্ধি করে ২০২০-২১ অর্থবছরে মোট বরাদ্দ ১,২৩০ কোটি টাকা করা হয়েছে, যা বিগত ২০১৯-২০ অর্থবছরে ছিল ১,০২০ কোটি টাকা। । ১৯৯৯-২০০০ সালের বরাদ্দ হতে বর্তমান ২০২০-২১ অর্থবছরের বরাদ্দের গড় বৃদ্ধির হার ২০.৩৮%। প্রতি দুঃস্থ মহিলাকে মাসিক ৫০০ টাকা হারে এ ভাতা প্রদান করা হয়। বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলাদের জন্য ভাতা কার্যক্রমের আওতায় বিভিন্ন অর্থবছরে ভাতার হার, উপকারভোগীর সংখ্যা এবং বরাদ্দের পরিমাণ নিম্নে তুলে ধরা হলো:

অর্থবছর	ভাতার হার (টাকায়)	উপকারভোগীর সংখ্যা (লক্ষ/ জনে)	বরাদ্দ (কোটি টাকায়)
১৯৯৯-২০০০	১০০/-	২.০৮	২৫.০০
২০০২-০৩	১২৫/-	২.৬৭	৪০.০০
২০০৬-০৭	২০০/-	৬.৫০	১৫৬.০০
২০০৯-১০	৩০০/-	৯.২০	৩৩১.২০
২০১৪-১৫	৪০০/-	১০.১২	৪৮৫.৭৬
২০১৮-১৯	৫০০/-	১৪.০০	৮৪০.০০
২০১৯-২০	৫০০/-	১৭.০০	১০২০.০০
২০২০-২১	৫০০/-	২০.৫০	১২৩০.০০

দরিদ্র মা'দের মাতৃত্বকালীন ভাতাঃ

২০০৭-০৮ অর্থবছরে প্রথমবারের মত মাতৃত্বকালীন ভাতা প্রদান চালু করা হয়। এর আওতায় মূলতঃ পল্লী এলাকার দরিদ্র মা'দের আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়ে থাকে। এ কার্যক্রমের আওতায় দরিদ্র গর্ভবতী মহিলাদের ভাতা প্রদানের পাশাপাশি স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়ে থাকে। আগে মাসিক ৫০০ টাকা হারে এ ভাতা প্রদান করা হতো। ২০১৮-১৯ অর্থবছর থেকে দরিদ্র মায়েদের মাতৃত্বকালীন মাসিক ভাতা ৮০০ টাকা করা হয়েছে। এছাড়া, ভাতা প্রদানের মেয়াদও ২৪ মাস থেকে বৃদ্ধি করে ৩৬ মাস করা হয়েছে। বর্তমানে ভাতাগ্রহীতার সংখ্যা ৭.৭০ লক্ষ। ২০১৯-২০ অর্থবছরে এ খাতে বরাদ্দ ছিল ৭৬৩.২৭ কোটি টাকা, বর্তমান ২০২০-২১ অর্থবছরেও এ খাতে ৭৬৩.২৭ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। ২০০৭-০৮ সালের বরাদ্দ হতে বর্তমান ২০২০-২১ অর্থবছরের বরাদ্দের গড় বৃদ্ধির হার ৩৪%। মাতৃত্বকালীন ভাতা কার্যক্রমের আওতায় বিভিন্ন অর্থবছরে ভাতার হার, উপকারভোগীর সংখ্যা এবং বরাদ্দের পরিমাণ নিম্নে তুলে ধরা হলো:

অর্থবছর	ভাতার হার (টাকায়)	উপকারভোগীর সংখ্যা (লক্ষ/ জনে)	বরাদ্দ (কোটি টাকায়)
২০০৭-০৮	৩০০/-	০.৪৫	১৭.০০
২০০৯-১০	৩৫০/-	০.৮০	৩৩.৬০
২০১৪-১৫	৫০০/-	২.২০	১৩২.০০
২০১৮-১৯	৮০০/-	৭.০০	৬৯৩.০০
২০১৯-২০	৮০০/-	৭.৭০	৭৬৩.২৭
২০২০-২১	৮০০/-	৭.৭০	৭৬৩.২৭

কর্মজীবী ও ল্যাকটেটিং মাদার সহায়তা তহবিলঃ

২০১০-১১ অর্থবছর থেকে এ কার্যক্রম শুরু হয়। শহরাঞ্চলে কর্মজীবী দরিদ্র মায়েদের মাতৃত্বকালীন স্বাস্থ্য ও তাদের গর্ভস্থ সন্তান বা নবজাত শিশুর পরিপূর্ণ বিকাশে সহায়তার উদ্দেশ্যে এই ভাতা প্রদান করা হয়।

ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ ও গাজীপুর গার্মেন্টস শিল্প এলাকা এবং দেশের সকল সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভাকে এই কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত রাখা হয়েছে। ইতঃপূর্বে একজন মা মাসে ৫০০ টাকা করে ২৪ মাস পর্যন্ত এ সহায়তা পেতেন। ২০১৮-১৯ অর্থবছর হতে ভাতার পরিমাণ ও মেয়াদ দুটোই বৃদ্ধি করা হয়েছে। একজন মা মাসে ৮০০ টাকা করে ৩৬ মাস পর্যন্ত এ সহায়তা পান। ২০১৯-২০ অর্থবছরে এ খাতে ২৭৩.১১ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়। বর্তমানে ভাতাভোগীর সংখ্যা ২.৭৫ লক্ষ। চলতি ২০২০-২১ অর্থবছরে এ খাতে ২৭৪.২৮ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। ২০১০-১১ সালের বরাদ্দ হতে বর্তমান অর্থবছরের বরাদ্দের গড় বৃদ্ধির হার ২৪.৭৭%। কর্মজীবী ও ল্যাকটেটিং মাদার সহায়তা" কার্যক্রমের আওতায় বিভিন্ন অর্থবছরে ভাতার হার, উপকারভোগীর সংখ্যা এবং বরাদ্দের পরিমান নিম্নে তুলে ধরা হলো:

অর্থবছর	ভাতার হার (টাকায়)	উপকারভোগীর সংখ্যা (লক্ষ/ জনে)	বরাদ্দ (কোটি টাকায়)
২০১০-১১	৩৫০/-	০.৬৮	৩০.০০
২০১৪-১৫	৫০০/-	১.০০	৬০.০০
২০১৮-১৯	৮০০/-	২.৫০	২৪৮.৫০
২০১৯-২০	৮০০/-	২.৭৫	২৭৩.১১
২০২০-২১	৮০০/-	২.৭৫	২৭৪.২৮

মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতাঃ

জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান মুক্তিযোদ্ধাদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বর্তমানে মুক্তিযোদ্ধারা মাসিক ১২ হাজার টাকা করে সম্মানী পাচ্ছেন। এছাড়া, একই হারে বছরে দুটি উৎসব ভাতাও দেয়া হচ্ছে। খেতাব প্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানীও বৃদ্ধি করা হয়েছে। বর্তমানে বীরশ্রেষ্ঠদের ৩৫ হাজার টাকা, বীর উত্তমদের ২৫ হাজার টাকা, বীর বিক্রমদের ২০ হাজার টাকা এবং বীর প্রতিকদের ১৫ হাজার টাকা করে মাসিক সম্মানী প্রদান করা হয়। ২০১৮-১৯ অর্থবছর থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানী ভাতা ও উৎসব ভাতার পাশাপাশি ২ হাজার টাকা করে বাংলা নববর্ষ ভাতা দেয়া হচ্ছে। এছাড়াও, সকল জীবিত মুক্তিযোদ্ধাদের জনপ্রতি ৫ হাজার টাকা করে বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে বিশেষ সম্মানী ভাতা প্রদান করা হচ্ছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা বাবদ ৩,৩৮৫.০৫ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল। চলতি ২০২০-২১ অর্থবছরেও ৩,৩৮৫.০৫ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। ২০০১-০২ সালের বরাদ্দ হতে বর্তমান অর্থবছরের বরাদ্দের গড় বৃদ্ধির হার ৩৩%। এ কর্মসূচিটি মুক্তিযোদ্ধাদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখছে।

মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা কার্যক্রমের আওতায় বিভিন্ন অর্থবছরে ভাতার হার, উপকারভোগীর সংখ্যা এবং বরাদ্দের পরিমাণ নিম্নে তুলে ধরা হলো:

অর্থবছর	ভাতার হার (টাকায়)	উপকারভোগীর সংখ্যা (লক্ষ/ জনে)	বরাদ্দ (কোটি টাকায়)
২০০১-০২	৩০০/-	০.৪২	১৫.০০
২০০৬-০৭	৫০০/-	১.০০	৬০.০০
২০০৮-০৯	৯০০/-	১.০০	১০৮.০০
২০০৯-১০	১,৫০০/-	১.২৫	২২৫.০০
২০১০-১১	২,০০০/-	১.৫০	৩৬০.০০
২০১৩-১৪	৩,০০০/-	২.০০	৭২০.০০
২০১৪-১৫	৫,০০০/-	২.০০	১২০০.০০
২০১৮-১৯	১০,০০০/-	২.০০	৩৩০৫.০০
২০১৯-২০	১২,০০০/-	২.০০	৩৩৮৫.০৫
২০২০-২১	১২,০০০	২.০০	৩৩৮৫.০৫

অসচ্ছল প্রতিবন্ধি ভাতা কার্যক্রম

বাংলাদেশের প্রতিবন্ধিদের অনগ্রসরতা, অসহায়ত্ব, বেকারত্ব ইত্যাদির কথা বিবেচনা করে অসচ্ছল প্রতিবন্ধি ভাতা কার্যক্রম প্রবর্তন করা হয়। ২০০৫-০৬ সালের বরাদ্দ হতে বর্তমান অর্থবছরের বরাদ্দের গড় বৃদ্ধির হার ৩২.০৬%। অস্বচছল প্রতিবন্ধিদের ভাতা কার্যক্রমের আওতায় বিভিন্ন অর্থবছরে ভাতার হার, উপকারভোগীর সংখ্যা এবং বরাদ্দ নিম্নে তুলে ধরা হলো:

অর্থবছর	ভাতার হার (টাকায়)	উপকারভোগীর সংখ্যা (লক্ষ জনে)	বরাদ্দ (কোটি টাকায়)
২০০৫-০৬	২০০/-	১.০৪	২৫.০০
২০০৬-০৭	২০০/-	১.৬৭	৪০.০০
২০০৭-০৮	২২০/-	২.০০	৫২.৮০
২০০৮-০৯	২৫০/-	২.০০	৬০.০০
২০০৯-১০	৩০০/-	২.৬০	৯৩.৬০
২০১০-১১	৩০০/-	২.৮৬	১০২.৯৬
২০১১-১২	৩০০/-	২.৮৬	১০২.৯৬
২০১২-১৩	৩০০/-	২.৮৬	১০২.৯৬
২০১৩-১৪	৩০০/-	৩.১৫	১৩২.১৩
২০১৪-১৫	৫০০/-	৪.০০	২৪০.০০
২০১৫-১৬	৫০০/-	৬.০০	৩৬০.০০
২০১৬-১৭	৬০০/-	৭.৫০	৫৪০.০০
২০১৭-১৮	৭০০/-	৮.২৫	৬৯৩.০০
২০১৮-১৯	৭০০/-	১০.০০	৮৪০.০০
২০১৯-২০	৭৫০/-	১৮.০০	১৪২৮.৭৫
২০২০-২১	৭৫০/-	১৮.০০	১৬২০.০০

অসচ্ছল প্রতিবন্ধি ভাতা কার্যক্রমের ক্ষেত্রে ভাতার হার, উপকারভোগীর সংখ্যা এবং মোট বরাদ্দ ধাবরাবাহিকভাবে বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং ১.০৪ লক্ষ প্রতিবন্ধিকে ২০০.০০ টাকা হারে ২০০৫-০৬ সালে ভাতা প্রদানের জন্য ২৫.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়। ২০০৯-১০ সালে উক্ত ভাতা বৃদ্ধিপূর্বক ৩০০.০০ টাকা করা হয় এবং ২.৬০ লক্ষ প্রতিবন্ধিকে প্রদানের জন্য বরাদ্দ বৃদ্ধিপূর্বক ৯৩.৬০ কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়। ২০১৪-১৫ সালে ভাতার হার বৃদ্ধিপূর্বক ৫০০.০০ টাকা এবং ভাতাভোগীর সংখ্যা ৪.০০ লক্ষ ও মোট বরাদ্দ ২৪০.০০ কোটি টাকা করা হয়। ২০১৯-২০ অর্থবছরে জনপ্রতি ভাতার হার ৭৫০.০০ টাকা করা হয় এবং একইসাথে উপকারভোগীর সংখ্যা ১৮.০০ লক্ষে এবং মোট বরাদ্দ ১,৪২৮.৭৫ কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়। বর্তমান ২০২০-২১ অর্থবছরে এ কার্যক্রমের আওতায় উপকারভোগীর সংখ্যা ১৮.০০ লক্ষ এবং মোট বরাদ্দ ১,৬২০.০০ কোটি টাকা।

শহীদ পরিবার ও যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা ও সম্মানী ভাতাঃ

মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের পরিবারবর্গ ও যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণেও বর্তমান সরকার কাজ করছে। শহীদ পরিবার ও যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা ও সম্মানী ভাতার জন্যে পৃথক কর্মসূচি চালু করা হয়েছে। এ কর্মসূচির আওতায় ২০১৯-২০ অর্থবছরে ০.১৫ লক্ষ উপকারভোগীর জন্য ৪৮০.১৫ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়। বর্তমান ২০২০-২১ অর্থবছরে ০.১৫ লক্ষ উপকারভোগীকে ৪৮০.৪০ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। কর্মসূচিটি মুক্তিযোদ্ধাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন এবং সুস্বাস্থ্য রক্ষায় ভূমিকা রাখছে।

মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পোষ্যদের জন্য প্রশিক্ষণ এবং আত্মকর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচিঃ

মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পোষ্যদের আত্মনির্ভরশীল করার লক্ষ্যে বিভিন্ন বিষয়ে দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ প্রদানের উদ্দেশ্যে এ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। প্রশিক্ষিতদের আত্মকর্মসংস্থানের লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান করা হয়। ২০০৩-০৪ অর্থবছর থেকে ২০১৯-২০ অর্থবছর পর্যন্ত ঘূর্ণায়মান তহবিল হিসেবে ৩৯.০০ কোটি টাকা এ কর্মসূচির অনুকূলে বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৯ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ এবং ১০ কোটি টাকা ঋণ আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

প্রতিবন্ধি শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি :

প্রতিবন্ধি ছেলেমেয়ে যাতে লেখাপড়ার প্রতি আগ্রহী হয় এবং উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করে জাতীয় উন্নয়নে অংশগ্রহণ করতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রেখে সরকার সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ২০০৭-০৮ অর্থবছরে 'প্রতিবন্ধি শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি কর্মসুচি' চালু করে। শুরুতে এ কর্মসূচির আওতায় উপকারভোগীর সংখ্যা ছিল ১২,২০৯ জন। ২০১৯-২০ অর্থবছরে এ কর্মসূচির আওতায় প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক ও উচ্চতর স্তরে যথাক্রমে মাসিক ৭৫০ টাকা, ৮০০ টাকা, ৯০০ টাকা ও ১,৩০০ টাকা হারে উপবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে উপবৃত্তি গ্রহণকারীর সংখ্যা ৯০ হাজার জন হতে বৃদ্ধি করে ১ লক্ষ জনে উন্নীত করা হয় এবং মোট বরাদ্দ করা হয় ৯৫.৬৪ কোটি টাকা। বর্তমান ২০২০-২১ অর্থবছরেও উপকারভোগীর সংখ্যা ১.০০ লক্ষ এবং মোট বরাদ্দ ৯৫.৬৪ কোটি টাকা।

বেসরকারি এতিমখানার ক্যাপিটেশন গ্র্যান্টঃ

সরকারি এতিমখানার পাশাপাশি বেসরকারিভাবে প্রতিষ্ঠিত এতিমখানায় বসবাসরত এতিম শিশুদের কল্যাণে সরকার সহায়তা করে আসছে। ক্যাপিটেশন গ্র্যান্ট হিসেবে এ অনুদান প্রদান করা হয়। সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক নিবন্ধীকৃত বেসরকারি এতিমখানায় ন্যূনতম ১০ জন এতিম অবস্থানকৃত প্রতিষ্ঠানে সর্বোচ্চ ৫০ শতাংশ এতিমের লালন পালনের জন্য ক্যাপিটেশন গ্র্যান্ট প্রদান করা হয়। ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৩,৮৮৬টি বেসরকারি এতিমখানায় ৯৬,২৫০ জন নিবাসীকে ভরণপোষণের জন্য জনপ্রতি ২,০০০ টাকা হিসেবে (জুলাই ২০১৯ থেকে ডিসেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত) ২৩২.৫০ কোটি টাকা অনুদান (ক্যাপিটেশন গ্র্যান্ট) প্রদান করা হয়েছে। চলতি ২০২০-২১ অর্থবছরে ১.২০ লক্ষ এতিমখানা নিবাসীকে ২৪০.০০ কোটি টাকা বিতরণ করা হবে।

হিজড়া, বেদে ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের জন্য ভাতাঃ

'হিজড়া, বেদে ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের জন্য ভাতা' শীর্ষক কর্মসূচিটি সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে বাস্তবায়িত হচ্ছে। কতিপয় অপরিহার্য পেশার সঙ্গে সম্পৃক্ত দলিত, হরিজন ও বেদে সম্প্রদায়, হিজড়া এবং দেশের অনগ্রসর জনগোষ্ঠীকে সমাজের মূলস্রোতধারায় নিয়ে আসতে এ কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে এই খাতে বরাদ্দ ছিল ৪৬.৩১ কোটি টাকা এবং ভাতাভোগীর সংখ্যা ছিল ০.৬০ লক্ষ। বর্তমান ২০২০-২১ অর্থবছরে ভাতাভোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি করে ০.৮৬ লক্ষ করা হয়েছে এবং এ খাতে বরাদ্দ ৪৬.৩১ কোটি টাকাই বিদ্যমান আছে। এছাড়া, এসব সম্প্রদায়ের শিক্ষার্থীদের সরকার উপবৃত্তি প্রদান করছে। বর্তমানে জনপ্রতি প্রাথমিক স্তরে ৭০০ টাকা, মাধ্যমিক স্তরে ৮০০ টাকা এবং উচ্চতর স্তরে ১,২০০ টাকা করে মাসিক উপবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে ০.২৭ লক্ষ শিক্ষার্থীর জন্য ২৬.৩৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয় যা বর্তমান অর্থবছরে অপরিবর্তিত আছে।

খাদ্য সাহায্য কর্মসূচির আওতায় চলমান বিভিন্ন কর্মসূচির অগ্রগতিঃ

ওএমএস কর্মসূচিঃ নিম্ন আয়ের মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার খোলা বাজারে বিক্রয় (ওএমএস) কর্মসূচি চালু করে। এ কর্মসূচির আওতায় বিশেষ ভর্তুকির মাধ্যমে বাজার মূল্যের চেয়ে কম দামে খাদ্য সামগ্রী (চাল ও আটা) বিক্রয় করা হয়। ২০১৯-২০ অর্থবছরে (ফেব্রুয়ারি/২০২০ পর্যন্ত) এ কর্মসূচিতে ০.০৮ লাখ মে. টন চাল ও ২.০৩ লাখ মে. টন গমের ফলিত আটা বিতরণ করা হয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে এ খাতে বরাদ্দ রাখা হয় ৮৭৬.২৩ কোটি টাকা এবং বর্তমান ২০২০-২১ অর্থবছরে এ বরাদ্দ বৃদ্ধি পেয়ে ৯৭২.৯০ কোটি টাকা হয়েছে।

কাজের বিনিময়ে খাদ্য (কাবিখা) ও কাজের বিনিময়ে টাকা (কাবিটা) কর্মসূচিঃ গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কারের জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়াধীন কাজের বিনিময়ে খাদ্য (কাবিখা) ও কাজের বিনিময়ে টাকা (কাবিটা) কর্মসূচির আওতায় ২০১৯-২০ অর্থবছরে বাজেটে ১,৯৫৪.০৮ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়। চলতি ২০২০-২১ অর্থবছরে কাবিখা'তে এ বরাদ্দ ১,০৪৩.০৪ কোটি টাকা এবং কাবিটা'তে এ বরাদ্দ ১,৫০০ কোটি টাকা রাখা হয়েছে।

ভিজিএফঃ সাধারণত দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে দরিদ্র মানুষের জীবিকা পুনর্বহাল না হওয়া পর্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারসমূহকে এই সহায়তা প্রদান করা হয়। প্রতি পরিবারকে মাসিক ২০-৪০ কেজি করে ২ থেকে ৫ মাস পর্যন্ত এ সহায়তা দেয়া হয়। এছাড়া, মা ইলিশ ও জাটকা আহরণে বিরত থাকা জেলেরাও ভিজিএফ সহায়তা পেয়ে থাকেন। বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসবে দরিদ্র জনগণও ভিজিএফ সহায়তা পান। ২০১৯-২০ অর্থবছরে ১,৪৯,৯৮০.৯০ মেঃ টন খাদ্যশস্য বিতরণ করা হয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে এ খাতে বরাদ্দ ছিল ১,১১৬.২৯ কোটি টাকা এবং বর্তমান ২০২০-২১ অর্থবছরে এ বরাদ্দ ৯৪০.১০ টাকা।

টি আরঃ এই কর্মসূচির আওতায় ২০১৯-২০ অর্থবছরের বাজেটে ১,৫৩০ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে। এর মধ্যে হতে ১ম পর্যায়ে মোট ৮৮১.৫৭ কোটি টাকা এবং ২য় পর্যায়ে ৫১৮.০৫ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। বর্তমান ২০২০-২১ অর্থবছরে এ বরাদ্দ অপরিবর্তিত আছে। কিন্তু ভাতাভোগীর সংখ্যা ২০.৪০ লক্ষ থেকে বৃদ্ধি করে ২২.৫০ লক্ষ করা হয়েছে।

জিআরঃ দুর্যোগকালে দরিদ্র মানুষকে জরুরি নগদ অর্থ হিসেবে জিআর সহায়তা প্রদান করা হয়। ২০১৯-২০ অর্থবছরে জিআর হিসেবে ১,৪১৬.৫৪ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয় এবং এর মধ্যে ৯৮.৯৫ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে। বর্তমান ২০২০-২১ অর্থবছরে এ খাতে বরাদ্দ ৩,০৬২.৫৮ কোটি টাকা।

অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচিঃ পল্লী অঞ্চলে অতি দরিদ্র ও কর্মক্ষম বেকার জনগোষ্ঠীকে প্রাধান্য দিয়ে ২০০৯-১০ অর্থবছর হতে সারাদেশে এ কার্যক্রম আরম্ভ হয়। এ কর্মসূচির উদ্দেশ্য হলো (ক) বাংলাদেশের অতি দরিদ্র বেকার জনগোষ্ঠীর জন্য কর্মসংস্থান ও ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি; (খ) সার্বিকভাবে জনগোষ্ঠী ও দেশের জন্য সম্পদ সৃষ্টি করা; এবং (গ) গ্রামীণ এলাকায় ক্ষুদ্র পরিসরে অবকাঠামো ও যোগাযোগ উন্নয়ন, যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিবেশ উন্নয়ন। ২০১৯-২০ অর্থবছরে অতি দরিদ্রদের কর্মসংস্থানের জন্য ১,৬৫০.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়। বর্তমান ২০২০-২১ অর্থবছরে এ খাতে বরাদ্দ অপরিবর্তিত আছে।

করোনাভাইরাস মোকাবেলায় কার্যক্রমঃ

করোনাভাইরাসের ফলে অর্থনৈতিক স্থবিরতাজনিত কারণে সাময়িক দারিদ্র্য দূরিকরণে সরকারি প্রণোদনা কার্যক্রমের অংশ হিসেবে সামাজিক নিরাপত্তা বলয়ের আওতা বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং বয়স্ক ভাতা, বিধবা ও স্বামী নিগৃহিতা ভাতা এবং প্রতিবন্ধি ভাতার সুবিধাভোগীর সংখ্যা ১১ লক্ষ ৫ হাজার জন বৃদ্ধি করা হয়েছে। এছাড়াও করোনাভাইরাসের কারণে কর্মহীনতা ও আয়ের সুযোগ হ্রাস হতে অতি দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সুরক্ষা দিতে সারাদেশে ৫০ লক্ষ উপকারভোগী পরিবারের প্রত্যেককে ২,৫০০ টাকা করে নগদ অর্থ বিতরণ কর্মসূচি গ্রহন করা হয়েছে। এর আওতায় অদ্যাবধি মোট ৩৪,৯৭,৩৫৩ জন উপকারভোগী বরাবর ২,৫০০ টাকা হারে মোট ৮৭৯ কোটি ৫৮ লক্ষ ৪২ হাজার টাকা প্রদান করা হয়েছে। ভাইরাস প্রাদূর্ভাবের কারনে হঠাৎ কর্মহীন হয়ে পড়া দরিদ্র মানুষের জন্য জরুরি খাদ্য সহায়তা হিসেবে চাউল, ত্রান (নগদ) ও শিশু খাদ্য বিতরণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ২০২০ সালের এপ্রিল, মে ও জুন এই তিন মাসে এই প্যাকেজের কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়। ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২০ পর্যন্ত ১,০৬৭ কোটি টাকার জরুরি খাদ্য সহায়তা বিতরণ করা হয়েছে। এই প্যাকেজটি দুই ভাগে বাস্তবায়িত হচ্ছে,যথা (ক) সারাদেশে নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীর মাঝে মাত্র ১০ টাকা কেজি দরে চাল বিক্রয়ের চলমান কার্যক্রম বেগমান করা যা ২০২০ সালের এপ্রিল এ মে মাসে বাস্তবায়ত হয়, (খ) সিটি কর্পোরেশ পৌরসভা ও জেলা শহরসমূহে কার্ডের মাধ্যমে ১০/- টাকা কেজি দরে বিশেষ ওএমএস চাল বিক্রি করা যা ২০২০ সালের এপ্রিল, মে ও জুন- তিন মাসে বাস্তবায়িত হয়। এক্ষেত্রে, সারাদেশে সকল ইউনিয়নে ৫২৯ কোটি টাকার ১.৫০ লক্ষ মে. টন চাল বিতরণ করা হয়েছে। অন্যদিকে, শহারাঞ্চলে কার্ডের মাধ্যমে বিশেষ ওএমএস এর আওতায় ২৪১ কোটি টাকার ৬৮ হাজার মে. টন চাল বিতরণ করা হয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক বন্যার্তদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ

ভিজিএফ এর ত্রাণ বিতরণ

সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে প্রতিবন্ধি ও বয়স্কদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ